ফয়জুল কালাম

বিষয়ভিত্তিক হাদিস সংকলন

ফয়জুল কালাম

মুফতি আজম ফয়জুল্লাহ রহ.

ব্যাখ্যাকার

মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী

মুসা বিন ইজহার

অনূদিত

ইত্তিহাদ
পা ব লি কে শ ন

ফয়জুল কালাম
মুফতি আজম ফয়জুল্লাহ রহ.
ব্যাখ্যাকার : মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী
অনুবাদ : মুসা বিন ইজহার

সম্পাদনা : আবদুল্লাহ আল মুনীর
তাহকিক ও তাখরিজ : আহমাদ রিফআত
বানান : রাশেদ মুহাম্মাদ

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রথম প্রকাশ : জমাদিউস সানি ১৪৩৩, মে ২০১২
ইত্তিহাদ সংস্করণ : মে ২০২৩ (২য় মুদ্রণ)
স্বত্ব : ফয়জিয়া কুতুবখানা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
০১৮১৮৬৯১০৫৫
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

মূল্য : ৬৪০ টাকা মাত্র
আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৯৪৯-৫-৩

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email : ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadpublication

নকল হতে সাবধান!

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে মুফতি আজম ফয়জুল্লাহ রহ. রচিত ‘ফয়জুল কালাম’-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল মারামের প্রকৃত বাংলা অনুবাদ পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হলো। আরো জানানো যাচ্ছে, ফয়জুল কালামের একমাত্র স্বত্বাধিকারী ফয়জিয়া কুতুবখানা। এর প্রমাণস্বরূপ মূল ফয়জুল কালামের রেজিস্ট্রেশন কপি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

সম্মানিত পাঠক! ফয়জিয়া কুতুবখানার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ইত্তিহাদ পাবলিকেশনের মূল ফয়জুল কালাম ও বাংলা অনুবাদ যাচাই করে সংগ্রহ করার অনুরোধ করছি।

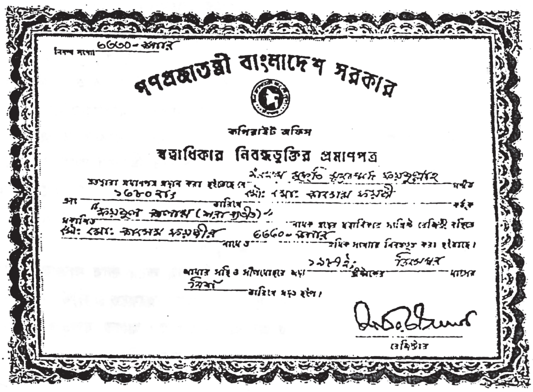
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কপিরাইট অফিস

স্বত্বাধিকার নিবন্ধভুক্তির প্রমাণপত্র

রেজিস্ট্রার

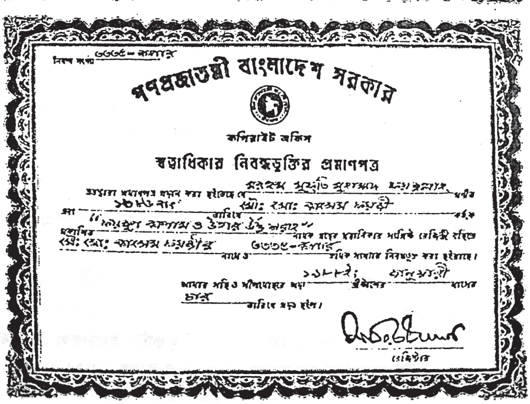
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কপিরাইট অফিস

স্বত্বাধিকার নিবন্ধভুক্তির প্রমাণপত্র

রেজিস্ট্রার

ফয়জুল কালামের ব্যাখ্যাকার ও মুফতি আজম রহ.-এর স্নেহধন্য শাগরিদ

আল্লামা মুফতি ইজহারুল ইসলাম সাহেব হাফিজাহুল্লাহর

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সন্তান, মুফতি আজম আল্লামা ফয়জুল্লাহ রহ. রচিত ফয়জুল কালাম এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ আমার রচিত ফাতহুল মারামের বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

হজরত মুফতি আজম রহ. তার বিভিন্ন কর্ম ও রচনার মাধ্যমে এদেশের মানুষকে হেদায়েতের সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করে গেছেন। তার বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে বিদআত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে সহজেই হেদায়েতের আলো দেখিয়েছেন। তাঁর এসব মূল্যবান রচনাগুলোর মাঝে ফয়জুল কালাম ছিলো একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। যুগ যুগ ধরে এ গ্রন্থের মাধ্যমে আলেম-উলামা বিশেষত দীনি আলোচকগণ উপকৃত হয়ে আসছেন। কিন্তু হজরতের এ কিতাব এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ না হওয়ায় এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ এ কিতাবের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেখে আমি নিজেই অনুবাদকর্ম শুরু করি। কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে আমার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে এর সমাপ্তির দায়িত্ব ন্যস্ত হয় আমার স্নেহাস্পদ মেঝো ছেলে মাওলানা মুসা বিন ইজহারের ওপর। সে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এ গ্রন্থের ভাষান্তর সম্পন্ন করেছে। আশা করি, পাঠকসমাজ এ থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।

হজরত মুফতি আজম রহ.-এর দীর্ঘ-সান্নিধ্য ও বিশেষ করে তার নাতজামাই হবার সুবাদে তাকে খুব কাছ থেকে দেখার ও জানার সুযোগ আমার হয়েছে। দীর্ঘ এক দশকেরও অধিক কাল ধরে আমি অধমই ছিলাম তার একমাত্র মুখপাত্র। তাকে যতটুকু দেখেছি, তিনি ছিলেন সত্যিকারার্থে 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি'-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কুরআন-সুন্নাহপ্রসূত তার দর্শন ও আদর্শসমূহ মুসলিম উম্মাহর জন্য পাথেয় বলে আমি মনে করি; যা তিনি তার বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে জাতির সামনে উপস্থাপন করে গেছেন। দীনের মৌলিক চাহিদা ও শরিয়তকে ভালোভাবে বোঝার জন্য হজরতের লিখিত পুস্তকগুলো অধ্যয়ন করা প্রত্যেকের জন্য জরুরি বলে মনে করি। সে হিসেবে তার কালজয়ী রচনা 'ফয়জুল কালাম; প্রত্যেক মুসলমানের সংগ্রহে

থাকা দরকার বলে মনে হচ্ছে। এ কিতাবটি প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানকে জীবন পরিক্রমায় গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিতে সক্ষম হবে বলে মনে করছি।

পরিশেষে ফয়জুল কালামের বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত রহমত ও হজরত মুফতি আজমের রুহানি দোয়া কামনা করে ইতি টানছি।

ইতি

(মুফতি) ইজহারুল ইসলাম
২৭ রজব, ১৪২৬ হিজরি
২ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ ইং, রোজ জুমাবার

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

আজ অনেক প্রতিকূলতা ও বাধা ডিঙিয়ে ‘বাংলা ফয়জুল কালাম’ হাদিসে নববির অমীয় সুধা পিপাসু পাঠক সমাজের হাতে পৌঁছার অপেক্ষায়। এজন্য আজকের এই দিনটি আমার জন্য অনেক আনন্দের।

এদেশের ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, বিশ্ববরেণ্য মুফতি আজম আল্লামা ফয়জুল্লাহ রহ. আজ থেকে প্রায় আটান্ন বছর পূর্বে রচনা করে গেছেন স্মরণকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদিস সংকলন ‘ফয়জুল কালাম’। কিতাবটি তৎকালে ব্যাপক সাড়া জাগানোর ফলে আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে এর ব্যাখ্যা-সম্বলিত ‘ফাতহুল মারাম’ কিতাবটি উর্দু ভাষায় রচনা করেন এদেশের আরেক উজ্জ্বল নক্ষত্র, মুফতি আজমের দীর্ঘদিনের শিষ্য, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি আইনবিশারদ আল্লামা মুফতি ইজহারুল ইসলাম সাহেব হাফিজাহুল্লাহ। পরবর্তীকালে এ কিতাবটি ভারত-পাকিস্তানসহ বাংলাদেশের প্রায় সবকটি মাদরাসার সিলেবাসভুক্ত হয়। বাংলা ভাষাভাষী বিশাল পাঠক সমাজের সুবিধার্থে এ কিতাবটি বাংলা ভাষায় রুপান্তরের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা ও বিভিন্ন শুভাকাঙ্ক্ষী মহলের অনুরোধে শ্রদ্ধেয় পিতা মুফতি ইজহারুল ইসলাম সাহেব আজ থেকে প্রায় এক যুগ পূর্বে মাসিক দাওয়াতে কিস্তি কিস্তি করে এর ভাষান্তরের কাজ শুরু করেন। এভাবে অধিক সময় লেগে যাওয়া ও শ্রদ্ধেয় পিতার প্রচণ্ড ব্যস্ততার ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে এটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব পড়ে এ অধমের ওপর। এরপর আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে মাসাধিকালের কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে এ কিতাবের ভাষান্তরের কাজ শেষ করি। কিন্তু জনৈক প্রতারকের কারণে কিতাবটি পাঠকের হাতে পৌঁছতে চার বছরেরও বেশি সময় লেগে গেলো, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এখানে আমি আমার স্নেহাস্পদ মামাতো ভাই মাওলানা যোবাইর হোসাইন ফয়জীকে স্মরণ না করে পারছি না। তার অদম্য ইচ্ছা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজ এ কিতাবটি আলোর মুখ দেখছে। এজন্য আমি তাকে অসংখ্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

ভাষান্তর বা অনুবাদ একটি কঠিন কাজ। বিশেষ করে হাদিসের অনুবাদ একটি জটিল বিষয়। এজন্য সবদিক লক্ষ রেখে ভাবানুবাদের সাথে শাব্দিক অনুবাদেরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাঠকসমাজ এটাকে কীভাবে গ্রহণ করবেন জানি না। তবে আমি

কার্যসম্পাদনে সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছি। এতে কোনো ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের সরাসরি জানানোর অনুরোধ রইলো।

এ দীর্ঘ অনুবাদকর্মে আমাকে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে আমার স্নেহের ছোট ভাই মাওলানা ফয়জুল্লাহ ইজহার এবং লালখান বাজার মাদরাসার সাবেক উসতাদ মাওলানা মুফতি নুরুল হক সহযোগিতার মাধ্যমে আমাকে চিরকাল কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করে রাখলেন।

এ কাজে আমাকে অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতার জন্য আমি আমার শ্রদ্ধেয়া আম্মা এবং আমার মামাতো ভাই ফয়জিয়া কুতুবখানার বর্তমান কর্ণধার মাওলানা শোআইব ফয়জীসহ অনেকের কাছে কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করে নেন। আমিন।

ইতি

মুসা বিন ইজহার
২৬ রজব, ১৪২৬ হিজরি
১ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ সাল

প্রকাশকের অনুভূতি

بسم الله الرحمن الرحيم

অলিকুল শিরোমণি হজরত মুফতি আজম ফয়জুল্লাহ রহ.-এর কালজয়ী হাদিস সংকলন ‘ফয়জুল কালাম’ এবং তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ হজরত মুফতি ইজহারুল ইসলাম সাহেব দা. বা. রচিত ফাতহুল মারামের বঙ্গানুবাদ পাঠকের হাতে যাবার জন্য শেষ মুহূর্তগুলো অতিক্রম করছে-এজন্য আমি খুবই আনন্দিত।

ফয়জিয়া কুতুবখানার প্রতিষ্ঠাতা, আমার দাদা ও হজরত মুফতি আজমের প্রিয় জামাতা মরহুম হজরত মাওলানা কাসেম ফয়জী রহ.-এর সারা জীবনের স্বপ্ন ছিলো এটি। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানিতে আমার হাতে তার স্বপ্নপূরণ হচ্ছে বলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

গ্রন্থটির অনুবাদক ও সম্পাদক আমার শ্রদ্ধেয় ফুফাতো ভাই মাওলানা মুসা বিন ইজহারের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। তার ঐকান্তিক সাধনার ফলেই আজ আমাদের এ স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে।

এ গ্রন্থটি প্রকাশের তৎপরতা সর্বপ্রথম আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মাওলানা শোআইব ফয়জীই শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে দায়িত্ব অর্পিত হয় আমার ওপর। এজন্য আমি তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এ কিতাবটির অনুবাদকর্ম প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে শেষ হলেও জনৈক প্রতারকের কারণে তা পাঠকের হাতে পৌঁছতে বিলম্ব হলো। এরইমধ্যে কয়েকটি বাংলা ফয়জুল কালাম বাজারে এসেছে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করতে হয়, হজরত মুফতি আজম আল্লামা ফয়জুল্লাহ রহ. তার যাবতীয় রচনার প্রকাশ ও অনুবাদসহ রচনাসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের ক্ষমতা ফয়জিয়া কুতুবখানার কর্ণধার হিসেবে আমার দাদা মাওলানা কাসেম ফয়জীর হাতে ন্যস্ত করে গেছেন।

অতএব মুফতি আজমের যাবতীয় রচনার অনুবাদ ও প্রকাশ ফয়জিয়া কুতুবখানার অনুমতি ছাড়া অবৈধ। এ বিষয়ে পাঠকমহলের প্রতি ধোঁকায় না পড়ার আহ্বান রইলো।

আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসে কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে বা অন্য কোনো পরামর্শ থাকলে সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য পাঠকদের কাছে বিনীত অনুরোধ রইলো।

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার নিকট আমাদের এ প্রয়াসকে কবুল করে নেওয়ার দোয়া করছি।

ইতি

মুহাম্মাদ যোবাইর হোসাইন ফয়জী

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله النبي الأمي الامين وعلى اله وأصحابه وازواجه وذرياته اجمعين اما بعدا فهذه رسالة عجيبة ودرة فريدة غرية مشتملة على انواع كثيرة من احاديث خير الانام ومحتوية على جمل مفيدة من كلمات سيد الانبياء الكرام واقتبستها من كتب الاحاديث التي صنفها العلماء العظام من المحدثين الفخام المعروفين بين الخواص والعوام فرتبتها بترتيب حسن معجب وذكرت بعد كل حديث منها مأخذه من تلك الكتب فجائت بحمد الله تعالى بحيث تسر الناظرين وتروق قلوب الطالبين تفيد كل احد من الطلبة والعلماء العاملين سيما تشتد اليها حاجة المذكرين والواعظين سميتها بفيض الكلام لسيد الانام عليه الصلوة والسلام وجعلتها صغيرة الحجم وخفيفة الحمل ليتيسر حملها في الاسفار من غير تعب ولا كلفة فالمرجو ممن يطالعها وينتفع بها ولو في حين من الاحيان الا ينسونا من الدعاء المستجاب عند الملك الديان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واجعلها قريعة لنجاة جامعها وكاتبها وناقلها وقاريها يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين.

احقر فيض الله عفى عنه.

ভূমিকা

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই। অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রাসুলের ওপর; যিনি নবী, উম্মি ও আমিন। আরো বর্ষিত হোক তাঁর সমস্ত পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম, পুণ্যাত্মা বিবি ও তাঁর বংশধরগণের ওপর।

এটি এমন এক দুর্লভ হীরকতুল্য গ্রন্থ, যাতে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী হাদিসসমূহ সংকলিত হয়েছে। এই হাদিসসমূহকে পরিচিত বড় বড় আলেম, মুহাদ্দিসগণের রচিত হাদিস-গ্রন্থাবলি থেকে সংকলন করে অতি সুন্দর ও আকর্ষণীয় ক্রমধারায় বিন্যস্ত করেছি এবং প্রতিটি হাদিসের শেষে উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি। সবিশেষ প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, কিতাবটি সাধারণ পাঠকদের আনন্দিত করেছে এবং তালিবে ইলমদের হৃদয় আকর্ষণ করেছে। আশা করছি, সকল তালিবে ইলম ও আমলকারী আলেম সমাজের জন্য কিতাবটি খুবই উপকারী সাব্যস্ত হবে। বিশেষভাবে আলোচক ও বক্তাদের জন্য কিতাবটি খুবই প্রয়োজনীয়। আমি এর নাম রেখেছি *‘ফয়জুল কালাম লি সায়্যিদিল আনাম’*। অসুবিধা ছাড়াই সফরে যাতে এটি সাথে রাখা যায়, এজন্য ওজনে-আকৃতিতে কিতাবটিকে হালকা এবং ছোট করা হয়েছে।

যারা এ কিতাব পাঠ করবে এবং কখনো এর থেকে উপকৃত হবে, তাদের কাছে প্রত্যাশা হলো, তারা যখন আল্লাহর নিকট নিজেদের জন্য দোয়া করবেন, তখন যেন আমাকে না ভুলে; (বরং আমার জন্যও এভাবে দোয়া করেন) হে আল্লাহ! আমাদের এই সামান্য খেদমত কবুল করো। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা ও সম্যক অবহিত। হে রাহমানুর রাহিম! তুমি এ কিতাবকে তার সংকলক, লেখক, বর্ণনাকারী এবং পাঠকের জন্য কেয়ামতের দিন নাজাতের উসিলা হিসেবে মনোনীত করো। আমিন।

বিনয়াবনত

ফয়জুল্লাহ (উফিয়া আনহু)

সূচিপত্র

অধ্যায় : ঈমান

ঈমান, ইসলাম ও ইহসান (নিষ্ঠা) কী?..২৫
১. আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন..২৯
২. তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ২৯
৩. তাঁর সমস্ত আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ২৯
৪. তাঁর রাসুলগণের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন...৩১
৫. আখেরাত বা কেয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন............................ ৩২
৬. ভালো-মন্দ তাকদিরের উপর বিশ্বাস স্থাপন ৩৩
ইখলাস ও নিষ্ঠা ৩৪
ঈমানের শাখা-প্রশাখা.. ৩৫
আত্মা সম্পর্কিত ঈমানের শাখা.. ৩৫
জবান সম্পর্কিত শাখা.. ৩৬
নিজের সাথে সম্পৃক্ত ষোলোটি.. ৩৭
পরিবার-পরিজনের সাথে সম্পৃক্ত ছয়টি.. ৩৭
জনসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত আঠারোটি ৩৭
ঈমানের চিহ্ন ও নিদর্শনাবলি ৪১
তাকদিরের উপর বিশ্বাস স্থাপন ৪৭
তাকদির সম্পর্কে অধিক চিন্তা-গবেষণা নিষিদ্ধ ৫১
কদরিয়্যা ও মুরজিয়্যাদের বিষয়ে দুঃসংবাদ ৫২
মুমিনের মৃত্যুতে নভো ও ভূমণ্ডল কাঁদে.. ৫৬
মুমিনের মর্যাদা ৫৭
মুমিনের সাহচর্য ৫৯
মুসলমান পরস্পরের প্রতি দয়াবান হওয়া..৬১
মুসলমানকে সাহায্য করা.. ৬৫
মুসলমানকে মানহানি থেকে রক্ষা করা ৬৭
অন্তরে কুমন্ত্রণা আসলে করণীয় কী? ৬৯

শিরক বা অংশীবাদে বিশ্বাসী হওয়া ৭১
মুসলিম হয়ে বিজাতীয় কুসংস্কার অনুসরণ সম্পর্কে সতর্কবাণী ৭৫
কু-লক্ষণ থেকে বিরত থাকা ৭৭
কু-লক্ষণ বলে কিছু নেই ৭৮
গণক, জাদুকর, অদৃশ্যের সংবাদদাতা এবং ভাগ্য পরীক্ষকদের নিকট গমন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ৮২
গায়রুল্লাহর নামে শপথ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ৮৪
শিরকের মূলোৎপাটন ৮৮
লৌকিকতা ৯০
মুনাফিকের পরিচয় ৯৮
যে মুনাফিক বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলে ১০০
মুনাফিকের নামাজ ১০২
আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ১০৪
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের নিদর্শন ১১০
বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ নবী হওয়ার প্রমাণ ১১২
উম্মতের উপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া ১১৬
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার ফজিলত ১২৫
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন ১২৮
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পরিত্যাগকারীর প্রতি তিরস্কার ১৩৩
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যেই সকল শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত ১৩৫
সাহাবি ও তাবেয়িগণের ফজিলত ১৪২
কল্যাণময় ঘোষিত যুগের বর্ণনা ১৪৬
সুন্নাতে রাসুলের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কাজে কারো অনুসরণ বৈধ নয় ১৪৮
বিদআত থেকে বাঁচার গুরুত্ব ১৫৩
বিদআত কী? ১৫৫
যে দোয়ায় হাত উঠানো প্রমাণিত নয়, তাতে হাত উঠানো চরম বিদআত ১৬৫
শরিয়তে প্রমাণিত নয় এমন স্থানে দোয়া পড়া নিন্দিত বিদআত ১৬৭
উচ্চৈঃস্বরে জিকিরের সমালোচনা ১৬৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানে দাঁড়ানোর সমালোচনা ১৭২
ঈদে মিলাদুন্নবী : একটি পর্যালোচনা ১৭৪
মিলাদ মাহফিলের ইতিহাস ১৭৫

সূচনা.. ১৭৫
বাদশা সম্পর্কে আলেমদের মতামত ১৭৬
অর্থলোভী ওমর ইবনে দিহইয়া সম্পর্কে আলেমদের মত ১৭৭
মিলাদ-মাহফিল বিদআত হওয়ার কতিপয় প্রমাণ...............................১৭৮
কিয়াম... ১৮০
বিভিন্ন প্রকার বিদআত ও মনগড়া কাজের ছড়াছড়ি ও মানুষের ধর্মীয় অবস্থার পরিবর্তন প্রসঙ্গে..১৮৫
তেহাত্তর দলের বর্ণনা... ১৮৮
খতমে খাজেগান সম্পর্কে মুফতি আজম রহ.-এর অভিমত ১৯৫
খতমে দোয়ায়ে ইউনুসের শরয়ি হুকুম...১৯৬
অন্তরে ফিতনা প্রবেশের বর্ণনা ১৯৮
আখেরি জামানায় আমলের ফজিলত... ১৯৯
বিদআতি, পাপী ও অপরাধীদের প্রতি সতর্কবাণী ২০২
পাপের বিস্তৃতির কারণে বিভিন্ন মুসিবত ও ফিতনার বহিঃপ্রকাশ হয় এবং পৃথিবী ক্রমেই দূষিত ও বিপর্যস্ত হতে থাকে...২০৪
বাদ্যযন্ত্র এবং গান-বাজনার উপর নিষেধাজ্ঞা...................................২১৪
মানুষের উন্নতি ও অবনতি যেথায় নিহিত..২২০
সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ.......................................২২৩
পুণ্যসমূহ এক মহা ভান্ডার ২২৯

অধ্যায় : ইলমে দীন

প্রকৃত ইলম কী? ২৪২
তালেবে ইলমের সাথে উত্তম ব্যবহার এবং মঙ্গল কামনা করা.................. ২৪৪
ইলম অন্বেষণকালে মৃত্যুবরণকারীর ফজিলত.................................... ২৪৫
ইলমে দীনের প্রচার-প্রসার ২৪৬
ইলমে দীন শিক্ষা দেওয়া ও প্রচার-প্রসারের ফজিলত ২৪৯
প্রকৃত আলেমের পরিচয় ২৫১
উম্মতের সংস্কারক...২৫৩
ইলম গোপন করা ২৫৪
ইলম বিলুপ্ত হওয়া...২৫৫
অসৎ উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণকারীর প্রতি হুঁশিয়ারি ২৫৬
রাসুলের নামে মিথ্যা হাদিস বর্ণনার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি ২৫৮

শাসকদের নিকট আলেমদের যাতায়াত ২৬০
যে আলেম নিজের ইলম দ্বারা উপকৃত হয় না ২৬২
ইসলামের ভিত্তিমূলকে যা ধ্বংস করে দেয়............ ২৬৩
কুরআনের ফজিলত ২৬৪
কুরআনের ধারক-বাহকদের সম্মান ২৭১
মধুর সুরে কুরআন তেলাওয়াত............ ২৭২
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন তেলাওয়াত-পদ্ধতি ২৭৫
কুরআন মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া ২৭৬
লৌকিকতা এবং পার্থিব স্বার্থার্জনের জন্য কুরআন তেলাওয়াতকারীর প্রতি সতর্কবাণী ২৭৯
মনগড়া তাফসির করার ব্যাপারে সতর্কবাণী ২৮২
অন্যের কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করা ২৮৪
ওয়াজ মাহফিলে কুরআন তেলাওয়াত করা............ ২৮৬
জিকিরের (আল্লাহর স্মরণ) ফজিলত............ ২৮৮
দোয়ার প্রতি উৎসাহ ২৯৩
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠের ফজিলত ২৯৯
দরুদ শরিফের কতিপয় ফজিলত ৩০৬
ইসতেগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনা............ ৩০৮
তাওবার ধরন............ ৩০৯
তাওবার বর্ণনা ৩১৪
তাওবার নামাজ............ ৩১৭
নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অভ্যাস, উত্তম চরিত্র এবং জীবন সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা............ ৩১৯
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনযাপন............ ৩২৩
কেমন পাত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেতেন............ ৩২৬
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোশাক পরিচ্ছদ ৩২৭
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পান করার পদ্ধতি............ ৩২৯
লোকজনের সাথে (একত্রে) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহার. ৩৩০
নবীজি কর্তৃক পশুর পায়ার গোশত খাওয়া ৩৩২
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কদু (লাউ) পছন্দ করা............ ৩৩৪
পাত্রের অবশিষ্ট খাদ্যাংশ খেতে নবীজির পছন্দ করা ৩৩৬
পাত্র ও আঙুলসমূহ চেটে খাওয়া ৩৩৭

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটা-চলা ৩৩৯
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুগন্ধি ব্যবহার ৩৪০
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা এবং হাসি ৩৪২
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র এবং অভ্যাস ৩৪৫
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাজুকতা ৩৫১
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়......................................৩৫২
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা ৩৫৮
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কান্না ৩৬০
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ ৩৬১
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোজা রাখা............................. ৩৬৩
মহিলাদের থেকে নবীজির বাইআতগ্রহণ ৩৬৫

অধ্যায় : পবিত্রতা

ইস্তেঞ্জার আদব... ৩৬৮
যেসব স্থানে ইস্তেঞ্জা করা নিষেধ... ৩৭১
মিসওয়াকের ফজিলত.. ৩৭৩
সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য বা নবীদের সুন্নাত ৩৭৬
ওজুর ফজিলত...৩৭৯
নামাজের ফজিলত...৩৮৩
নামাজরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানো ৩৯০
সিজদার ফজিলত.. ৩৯১
রাতে নিয়মিত অজিফা আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ার পর দিনে তা আদায় করার ফজিলত... ৩৯৩
আজান দিয়ে নামাজ আদায়কারী রাখালের ফজিলত...............................৩৯৫
বিপদ বা ভয়ের সময় নামাজ...৩৯৭
নামাজের কারণে ঘরে বরকত হয় ৪০০
আজানের ফজিলত... ৪০৩
মসজিদের ফজিলত...৪১০
মসজিদ নির্মাণের ফজিলত ৪১৩
প্রতিটি মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করা ৪১৫
মসজিদের সম্মান ৪১৬
হাশরের মাঠে যারা আরশের ছায়ায় থাকবে.. ৪১৯

জামাতের ফজিলত ৪২১
নামাজের জামাত ছেড়ে দেওয়ার প্রতি হুঁশিয়ারি....................................৪২৬
নামাজে কাতার সোজা করা..৪৩০
ইমামতির বর্ণনা..৪৩৪
যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়ে জিকিরে মগ্ন থাকে (ইশরাক ও চাশতের নামাজের ফজিলত) ৪৩৭
মাগরিবের পর নফলের (আওয়াবিন) ফজিলত....................................৪৪২
তাহাজ্জুদ নামাজের প্রতি উৎসাহ ৪৪৪
জুমার দিনের ফজিলত ৪৫৩
জুমা পরিত্যাগের ব্যাপারে ভীতি-প্রদর্শন..৪৫৯
জুমার দিনের পরিচ্ছন্নতা ও দ্রুত মসজিদে গমন ৪৬১

অধ্যায় : রোজা

রোজার ফজিলত ৪৬৮
সাহরি খাওয়া ৪৭৭
তাড়াতাড়ি ইফতার করা...৪৭৯
ইফতারের দোয়া ৪৮১
রোজাকে পবিত্র করা (যেসব কারণে রোজা ত্রুটিযুক্ত হয় এবং সওয়াব কম হয়, সেসবের বর্ণনা) ৪৮৩
নফল রোজার ফজিলত ৪৮৫
আশুরার ফাজায়েল ও আহকাম...৪৮৭
লাইলাতুল কদরের ফজিলত..৪৯০

অধ্যায় : কুরবানি

কুরবানির ফজিলত ৪৯৪

অধ্যায় : হজ

হজের ফজিলত...৫০০

অধ্যায় : জাকাত

জাকাত অনাদায়ে ভীতিপ্রদর্শন ৫০৬

অধ্যায় : সদকা

সদকাতুল ফিতর..৫১০
সদকার ফজিলত..৫১৩
সৎকর্মের বর্ণনা ৫১৭

মৃত্যুর পূর্বে সদকার প্রতি উৎসাহ প্রদান ৫২৩
প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয়ের উপর সদকার ফজিলত ৫২৫
ভিক্ষাবৃত্তির সমালোচনা ৫২৭
রোগীদর্শন ও মুসলমানের হক সম্পর্কিত বর্ণনা ৫২৯
রোগের সওয়াব...৫৩৬
মৃত্যু কামনা থেকে বারণ ৫৪৫
নিকটজনের মৃত্যুতে সওয়াবের আশা করার ফজিলত ৫৪৭
বিলাপ করার সমালোচনা ৫৪৮
মৃতব্যক্তির জন্য রোনাজারির সীমারেখা..৫৫১
বিপদগ্রস্তদের সান্ত্বনা দেওয়ার ফজিলত ৫৫৩
মৃতকে গোসল দেওয়া ও কাফন পরানোর ফজিলত ৫৫৪
সন্মানের মৃত্যুতে সওয়াবের আশা করার ফজিলত...............................৫৫৬
কবর জিয়ারত-প্রসঙ্গ...৫৬০
কবরে সিজদা করা, কবরের উপর প্রদীপ জ্বালানো ইত্যাদি শরিয়তবিরোধী কার্যকলাপ নিষেধ...৫৬২
দাফনের পর যতক্ষণ কবরের পাশে অবস্থান করা মুস্তাহাব........................৫৬৯

অধ্যায় : বিবাহ

বিয়ের ফজিলত এবং কোন উদ্দেশ্যে বিয়ে করা উচিত............................৫৭১
কোন ধরনের পাত্রীকে বিয়ে করা উচিত ৫৭৪
নেককার পাত্রীর পরিচয় ৫৭৭
বকরতপূর্ণ বিয়ে..৫৭৯
নারীদের ফিতনা হতে সতর্কতা ৫৮০
গায়রে মাহরাম নারীদের কাছে গমন, তাদের দিকে তাকানো এবং পর্দা-প্রসঙ্গ ..৫৮৪
উরু একটি আবরণীয় অঙ্গ ৫৯০
বিনা প্রয়োজনে উলঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ৫৯১
যে শর্তাবলি পূর্ণ করা অগ্রাধিকারযোগ্য ৫৯৩
এক নারী কর্তৃক অপর মুসলিম বোনের তালাক কামনা অবাঞ্ছনীয় ৫৯৪
শাওয়াল মাসে বিয়ে প্রসঙ্গ...৫৯৫
কারো প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেওয়া..৫৯৬
স্ত্রীর গোপন বিষয় প্রকাশ করা নিষেধ...৫৯৭
মহর বৃদ্ধি করা প্রসঙ্গ...৫৯৯

ওলিমা..৬০১
সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সামর্থ্যানুযায়ী নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করা ৬০৪
ওলিমার দাওয়াত কবুল করা ৬০৫
লৌকিকতাপূর্ণ দাওয়াতে যোগদান নিষেধ.. ৬০৮
স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার ৬১১
একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা রক্ষা.. ৬১৪
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হক ও কর্তব্য... ৬১৬
স্বামীর অবাধ্যতার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন ৬২২
স্ত্রীদের প্রহার করা...৬২৩
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ফাটল সৃষ্টি করার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি ৬২৫
স্ত্রী কর্তৃক তালাক প্রার্থনার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি ৬২৬
অধিনস্থের অধিকার ৬২৭
উট ও অন্যান্য জীব-জন্তুর হক ৬৩০
দুই প্রকারের জাহান্নামি...৬৩২
তিন ধরনের ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না..৬৩৪
হাঁচি দেওয়া ও হাই তোলা ৬৩৬
সালামের বর্ণনা ৬৪০
যাদের সালাম দেওয়া মাকরুহ.. ৬৪৮
সালামের জবাব দেওয়া যাদের জন্য ওয়াজিব নয়.................................... ৬৪৯
কারো দ্বারে গেলে অনুমতি নেওয়ার নিয়ম ৬৫০
ভোজন পদ্ধতি... ৬৫৩
পানাহারের সুন্নাত তরিকা..৬৫৭
জুতা পরিধান করার নিয়ম ৬৬২
সন্ধ্যায় যা করণীয়..৬৬৪
রাতে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনলে করণীয় ৬৬৭
মোরগের ডাক শুনলে যা করণীয় ৬৬৮
কোন মুসলমানকে অবৈধভাবে হত্যা করার উপর হুঁশিয়ারি.........................৬৬৯
প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা ৬৭১
হালাল উপার্জন ও অন্বেষণের বর্ণনা ৬৭৪
সন্দেহজনক বিষয় হতে বেঁচে থাকা ৬৭৯
বেচাকেনায় শপথ করা ৬৮২
সুদ প্রসঙ্গ ৬৮৪

লাভজনক ঋণের হুকুম ৬৮৭
ঋণের লেনদেন যথাযথ করার প্রতি গুরুত্বারোপ ৬৮৯
সৎ ব্যবসায়ীর ফজিলত ৬৯২
অসৎ ব্যবসায়ীর ব্যাপারে হুঁশিয়ারি ৬৯৪
ধোঁকাবাজির ব্যাপারে সতর্কবাণী ৬৯৫
অন্যের হক জবরদখল করা.. ৬৯৬
অত্যাচারের শাস্তি ৬৯৮
প্রকৃত নিঃস্ব কে? ৭০০
মুসলমানের পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করা ৭০১
হিংসা-বিদ্বেষ প্রসঙ্গ ৭০৪
প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির নিন্দা ৭০৬
উত্তম ব্যবহার ও আত্মীয়তার বন্ধন.. ৭০৭
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বারণ ৭১০
মা-বাবার সাথে উত্তম ব্যবহার ৭১২
মা-বাবার অবাধ্যতার ব্যাপারে সতর্কবাণী................................ ৭১৪
মা-বাবার মৃত্যুর পর সম্মানের কর্তব্য ৭১৫
অহংকারের পরিণতি ৭১৭
দাম্ভিকতা ও অহংকার.. ৭২০
ক্রোধের অনিষ্টতা.. ৭২৩
প্রাণীর ছবি আঁকা বা তোলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কবাণী ৭২৫
অসিয়তে (ওয়ারিশদের) ক্ষতি করা.. ৭২৯
সাম্প্রদায়িকতা বা অন্যায় পক্ষপাতিত্ব থেকে বারণ................................ ৭৩১
দ্বিমুখী স্বভাবের নিন্দা ৭৩৩
শ্রমিকের পারিশ্রমিক আদায় না করার ব্যাপারে সতর্কবাণী........................ ৭৩৫
ফিতনা-বিপর্যয় সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন ৭৩৬
এই উম্মতের মধ্যে ভূমিধ্বসের বর্ণনা.. ৭৩৮
গীবত বা পরনিন্দার ভয়াবহ পরিণাম.. ৭৩৯
পূর্বপুরুষদের নিয়ে অহংকারের ক্ষতি.. ৭৪১
ফেরেশতা এবং শয়তানের সংস্পর্শ.. ৭৪৩
ইবলিসের সিংহাসন পানিতে স্থাপন ৭৪৫
যখন আল্লাহ কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন বা অপছন্দ করেন ৭৪৬
পায়ের গোড়ালির নিচে কাপড় পরিধানের নিন্দা................................ ৭৪৭

আমানতদারী এবং ঈমানের নুর উঠে যাওয়া.. ৭৫২
আরাফার দিন এবং তাতে দোয়া করার ফজিলত....................................৭৫৬
আরাফার দিনের ফজিলত এবং এদিনে দোয়ার গুরুত্ব ৭৫৬
দুনিয়ার ক্ষেত্রে অল্পে তুষ্ট থাকা.. ৭৫৯
ক্ষেত্রবিশেষ ধন-সম্পদও পছন্দনীয় বস্তু ৭৬৪
মদপানের ব্যাপারে হুঁশিয়ারি ৭৬৮
ইসলামে জিহাদের ফজিলত ৭৭১
কল্যাণকর নসিহত ৭৭৪
মূল্যবান অসিয়ত.. ৭৭৭
হাশরের মাঠে আলেমদের সুপারিশ... ৭৭৯
হাউজে কাউসারের বিবরণ..৭৮২
সৃষ্টিজীবের প্রতি দয়া করার ফজিলত ৭৮৪
বিনয় প্রদর্শনের ফজিলত ৭৮৮
এই উম্মতের মর্যাদা ৭৮৯
হাদিসের তথ্যসূত্র... ৭৯৪

كِتَابُ الْاِيْمَانِ

অধ্যায় : ঈমান

اَلْاِيْمَانُ وَالْاِسْلَامُ وَالْاِحْسَانُ

ঈমান, ইসলাম ও ইহসান (নিষ্ঠা) কী?

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّه يَرَاكَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ: مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

وَرَوَاهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ مَعَ اخْتِلَافٍ وَفِيْهِ: وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوْكَ الْأَرْضِ فِيْ خَمْسٍ لَّا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ. ثُمَّ قَرَأَ: (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِيْ الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ) الْآيَة.

১ নং হাদিস : হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. বলেন, একদা আমরা (সাহাবায়ে কেরাম) নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপবিষ্ট ছিলাম। ইত্যবসরে এমন এক অপরিচিত ব্যক্তির আগমন হলো, যার পরিধেয় বস্ত্র ছিলো ধবধবে সাদা। চুল ও দাড়ি ছিলো নিকষ কালো। তাঁর শরীরে কোনো ভ্রমণচিহ্ন (ধুলোবালি ও ক্লান্তি) দেখা যাচ্ছিলো না। আমাদের (মদিনাবাসীদের) কেউ তাকে চেনে না। (আমরা এ অপরিচিত আগন্তুককে দেখে হতবাক হলাম। মদিনার লোক হলে আমরা তাকে চিনতাম, ভিনদেশি হলে তার শরীরে ধুলোবালি বা ক্লান্তি পরিলক্ষিত হতো। অথচ এসবের কিছুই তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছিলো না) আমরা ভাবছিলাম এ আগন্তুক হয় দানব, নাহয় ফেরেশতা।

তিনি শেষ পর্যন্ত নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হয়ে বসলেন। অতঃপর তার হাঁটুদ্বয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে দিলেন এবং তার হস্তদ্বয় দুই রানে রাখলেন। এরপর বললেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন (ইসলামের তাৎপর্য কী?)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে ইরশাদ করলেন, ইসলাম হচ্ছে তুমি এ কথার সাক্ষ্য দেবে, নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল, আর তুমি সালাত কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে, রমজান মাসের রোজা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ শরিফ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হজ পালন করবে।

(রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরের প্রেক্ষিতে) আগন্তুক বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। হজরত উমর রা. বলেন, আমরা ওই আগন্তুকের ব্যাপারে বড় আশ্চর্যান্বিত হলাম এ কারণে যে, তিনি নবীজির নিকট (অজ্ঞ লোকের ন্যায়) প্রশ্নও করেন, আবার (বিজ্ঞ লোকের ন্যায়) তাঁর জবাবের সত্যায়নও করেন। অতঃপর আগন্তুক বললেন, আমাকে এবার ঈমান সম্পর্কে বলুন (কয়টি বিষয়ের সাথে ঈমান বা দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সম্পর্ক রয়েছে?)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে ইরশাদ করলেন, তুমি দৃঢ় আত্মবিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহর (পবিত্র সত্তার গুণাবলির) প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুলের প্রতি, তাঁর আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর নবী-রাসুলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি। আর তুমি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করবে তাকদির বা ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি। আগন্তুক বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। আচ্ছা আমাকে (এবার) ইহসান (ইখলাস বা নিষ্ঠা সম্পর্কে) বলুন, তা কীভাবে অর্জন করা যায়? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত এমন একাগ্রতার সাথে করবে, যেন তুমি তাকে দেখছো। এভাবে যদি (একাগ্রতা) অর্জন করতে না পারো, তাহলে কম পক্ষে এ দৃঢ় প্রত্যয়ে ইবাদত করো যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। আগন্তুক বললেন, তাহলে আমাকে কেয়ামত সম্পর্কে

সংবাদ দিন (কখন তা সংঘটিত হবে?)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশি জ্ঞাত নয়। আগন্তুক বললেন, আচ্ছা! তাহলে আমাকে কেয়ামতের পূর্বাভাস সম্পর্কে সংবাদ দিন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, কেয়ামতের পূর্বাভাস হলো, দাসী তার সর্দার জন্ম দেবে এবং তুমি দেখতে পাবে নগ্ন পা, নগ্ন শরীর, ভিখারি, ছাগলের রাখাল প্রমুখ লোকেরা দালান-ইমারতের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। হজরত উমর রা. বলেন, অতঃপর অজ্ঞাত সেই প্রশ্নকারী চলে গেলেন। আমি দীর্ঘদিন এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু জিজ্ঞেস না করে নিশ্চুপ রইলাম। পরে একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, উমর! তুমি কি জানো প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি কে ছিলেন? আমি উত্তরে আরজ করলাম, আল্লাহ ও তার রাসুল ভালো জানেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন জিবরিল আলাইহিস সালাম, তোমাদেরকে দীনের মৌলিক বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন।[১]

এই হাদিসটি হজরত আবু হুরায়রা রা. একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় হাদিসটির শেষাংশ হচ্ছে, ‘আর যখন তুমি দেখবে নগ্ন পা, নগ্ন শরীর, মূর্খ, বধির ব্যক্তিদেরকে পৃথিবীর বাদশা হিসেবে। (কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ইলম) ওই পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রমাণস্বরূপ এ আয়াতটি পাঠ করলেন,

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

‘নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জরায়ূতে যা আছে, তা তিনিই জানেন। আর, কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে? কেউ জানে না, কোন মাটিতে সে মৃত্যুবরণ করবে।’[২,৩]

ফায়েদা : ক. হাদিসের বিখ্যাত টীকাকার মোল্লা আলি কারি রহ. বলেন, হাদিসশাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় বর্ণিত হাদিসটি হাদিসে জিবরিল নামে পরিচিত। অনেকেই এ হাদিসকে উম্মুল হাদিস (সমস্ত হাদিসের মা ও মূল) এবং উম্মুল জাওয়ামে' (অর্থাৎ ব্যাপক বাণীসমূহের মূল) নামে অভিহিত করেছেন। অনেক হাদিসবিশারদ এমনও বলেছেন, হাদিসশাস্ত্রে হাদিসে জিবরিল সুরা ফাতেহাস্বরূপ এবং ‘ইন্নামাল

[১] সহিহ মুসলিম : ৮-১০

[২] সুরা লোকমান : ৩৪

[৩] সহিহ বুখারি : ৫০, ৪৭৭৭; শুআবুল ঈমান, ইমাম বাইহাকি : ১৯; সহিহ মুসলিম : ৮-১০; মুসনাদে আহমাদ : ১৮৪, ৯৫০১; সুনানে নাসাঈ : ৪৯৯১; সুনানে আবু দাউদ : ৪৬৯৫; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৬৪, ৪০৪৪

আ'মালু বিননিয়্যাত' হাদিসটি বিসমিল্লাহস্বরূপ। তাই সুরা ফাতেহাকে উম্মুল কুরআন বলা হয়। যেহেতু সুরা ফাতেহা সম্পূর্ণ কুরআনের সারসংক্ষেপ। অনুরূপ হাদিসে জিবরিলকে উম্মুল হাদিস বলা হয়; যেহেতু এই হাদিস সমস্ত হাদিসের সারসংক্ষেপ।

খ. উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এ হাদিসটিতে সংক্ষেপে শরিয়ত, তরিকত ও হাকিকত-সবকিছুর বর্ণনা রয়েছে। এ হাদিসেরই ব্যাখ্যা নবী-জীবনের ২৩টি বছর। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী-জীবনের শেষদিকে হজরত জিবরিল আলাইহিস সালাম অপরিচিত ব্যক্তির বেশে এসে ঈমান, ইহসান (ইখলাস), কেয়ামত ও তার পূর্বাভাস সম্পর্কীয় যাবতীয় প্রশ্ন ও তার উত্তরসমূহের সত্যায়নের মাধ্যমে যেন ২৩ বছরের নবী-জীবনের অঙ্কের যোগফল করেছেন।

গ. দীন-ধর্মের পূর্ণতার মাপকাঠি হচ্ছে ফিকহ, আকায়েদ এবং তাসাউফ (আত্মশুদ্ধি); উল্লিখিত হাদিসে এ তিনটি বিষয়ের পরিপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে। ইসলাম দ্বারা ফিকহের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে শরিয়তের যাবতীয় আহকাম ও আমলের বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে। ঈমানের দ্বারা আকিদার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং ইহসান দ্বারা তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধির মূল বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধির মূল উদ্দেশ্য হলো, বান্দার আল্লাহমুখী হওয়া।

ফিকহ, আকায়েদ এবং তাসাউফ প্রত্যেকটি পরস্পর সম্পূরক। কারণ, ফিকহ ছাড়া তাসাউফ ভ্রষ্টতায় পরিণত হয়; যেহেতু ফিকহ ব্যতীত আহকামে ইলাহি অর্জিত হয় না। অনুরূপ তাসাউফ ছাড়া ফিকহও অসম্পূর্ণ থাকে। কারণ, আহকামভিত্তিক আমলগুলো ইখলাস ছাড়া পালিত হলে তা অসম্পূর্ণ থাকে। আবার ফিকহ ও তাসাউফ ঈমান ব্যতিরেকে কখনও পরিশুদ্ধ হয় না; ঠিক যেমন আত্মা ও শরীর কখনও একটি অপরটি ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। ইমাম মালেক রহ. বলেন, যে ব্যক্তি সুফি হলো কিন্তু ফকিহ হলো না, সে জিন্দিক তথা ধর্মহীন। আর যে ব্যক্তি ফকিহ হলো কিন্তু সুফি হলো না, সে ফাসিক। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে তাসাউফ ও ফিকহ অর্জন করলো, সেই প্রকৃত মুহাক্কিক আলেম।

ঘ. হজরত উমর রা. থেকে বর্ণিত উম্মুল হাদিস নামে পরিচিত হাদিসটি কুরআন শরিফের সুরা ফাতেহার ন্যায়। এ হাদিসটিতে দীন ও শরিয়তের মৌলিক সব আলোচনা রয়েছে। সংক্ষেপে দুয়েকটি কথা আরজ করছি। হজরত উমর রা.-এর ভাষায় 'যখন আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপবিষ্ট ছিলাম' এ বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, হজরত উমর রা.-এর মতো বিজ্ঞ সাহাবায়ে কেরাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রায়ই উপবিষ্ট থাকতেন। এভাবেই রুহানি ছাত্র-শিক্ষকের বৈঠকে হেদায়াতের অমীয় ধারা প্রবাহিত হতো। জিবরিল আলাইহিস সালাম প্রশ্নোত্তরমূলক পর্বটি আঞ্জাম দেওয়ার জন্য ছাত্র-শিক্ষকের এই বৈঠকে মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

জিবরিল আলাইহিস সালাম মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন এজন্য যে, ওহি (ঐশীবাণী) বহনের জন্য যত পদ্ধতি ছিলো, সব পদ্ধতিতেই সাহাবায়ে কেরামের আতঙ্কিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। অতএব তিনি ধবধবে সাদা পোশাক ও ঘন কালো দাড়িওয়ালা যুবকের বেশে আত্মপ্রকাশ করে ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের মতো মৌলিক বিষয়ের তালিম দিয়ে গেলেন।

হজরত জিবরিল আলাইহিস সালামের এ আকস্মিক আগমনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তিনি আপন হাঁটুদ্বয় গুটিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে বসলেন। শিক্ষকের সামনে এভাবে হাঁটু গুটিয়ে বসা-ই আদব। তাই পরোক্ষভাবে তিনি উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে উসতাদ থেকে ইলম অর্জনের আদব শিখিয়ে দিলেন। এতে প্রতীয়মান হয়, উসতাদ ছাড়া ইলম অর্জন হয় না, আর পা ঝুলিয়ে শিষ্টাচার-বহির্ভূত ইলম অর্জনেও ইলমের নুর হাসিল হয় না। হজরত জিবরিল আলাইহিস সালামের প্রথম প্রশ্ন ছিলো ইসলাম সম্পর্কে। উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের পঞ্চভিত্তির বর্ণনা দিয়েছেন; যথা : ১. কালেমায়ে শাহাদাত ২. নামাজ ৩. জাকাত ৪. রোজা ৫. হজ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিলো ঈমান সম্পর্কে। উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তার বিস্তারিত উল্লেখ করছি।

১. আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন

অর্থাৎ তাঁর সত্তা ও গুণাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনি এক, একক, পাক ও পবিত্র। তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং তাঁর গুণাবলি সত্য।

২. তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

অর্থাৎ তাঁর নুর দ্বারা সৃষ্ট ফেরেশতারা সদা তাঁর অনুগত থাকে। যাকে যে দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়, নিমিষের জন্যও তাতে অবাধ্যতা করে না।

৩. তাঁর সমস্ত আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

অর্থাৎ সব আসমানি কিতাবগুলো আল্লাহর বাণী, যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিলো এবং যুগে যুগে নবী-রাসুলদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। ছোট-বড় সর্বমোট একশ চারটি কিতাবের মধ্যে তাওরাত, ইঞ্জিল, জাবুর, কুরআন হচ্ছে অতি প্রসিদ্ধ। নিঃসন্দেহে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরআন শরিফ অবতরণের পর তাওরাত, ইঞ্জিল ও বাইবেলসহ যাবতীয় আসমানি কিতাব রহিত হয়ে যায়। ফলে তাওরাত, ইঞ্জিলের অনুকরণ করা জায়েজ নয়।

বায়হাকি ও মুসনাদে আহমাদ থেকে মেশকাত শরিফে হজরত জাবির রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, একদা হজরত উমর রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চেয়ে বললেন, ইহুদিদের (তাওরাত) কিতাবের অনেক কথা শুনে আমাদের

ভালো লাগে, আমরা কি তার কিছু অংশ লিখে নিতে পারি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধমকের স্বরে ইরশাদ করলেন, তোমরা কি দিশেহারা হয়ে গেলে, যেমনটা হয়েছে ইহুদি-নাসারারা? আমি তো তোমাদের নিকট ইসলামকে অতি উজ্জ্বল ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি। যদি এখন মুসা আলাইহিস সালামও জীবিত থাকতেন, আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁরও (নাজাতের) কোনো উপায় থাকতো না। অপর একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, একদা হজরত উমর রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে আবু বকর রা.-এর উপস্থিতিতে হঠাৎ তাওরাত পাঠ আরম্ভ করলেন। এতে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি চেহারা রাগান্বিত হয়ে গেলো। তখন হজরত আবু বকর পাশে বসে থাকা উমর রা.-কে বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা দেখছো না? হজরত উমর রা. তৎক্ষণাৎ তাওরাত বন্ধ করলেন এবং বলে উঠলেন, আমি একমাত্র প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, ইসলামের প্রতি দীন হিসেবে সন্তুষ্ট এবং হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নবী-রাসুল হিসেবে সন্তুষ্ট। এতে নবীজির রাগ থেমে গেলো। অতঃপর তিনি বললেন,

وَاللهِ لَوْ كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيًّا مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي.

‘ওই আল্লাহর নামে শপথ করছি, মুহাম্মাদের জান যার মুষ্টিবদ্ধ; যদি তোমাদের কাছে স্বয়ং মুসা আলাইহিস সালাম আত্মপ্রকাশ করতেন এবং আমার নবুওয়াতের সময়কাল পেতেন, তাহলে তিনি আমারই অনুসরণ করতেন।’[১]

সুরা আলে ইমরানের দুটি আয়াতের বর্ণনামতে, রুহের জগতে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত নবী-রাসুলগণের কাছ থেকে এ দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হলে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে ও সর্বাত্মক সাহায্য করবে। সমস্ত নবী-রাসুলগণের পক্ষ থেকে এ অঙ্গীকার পালনের নিমিত্তেই হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে নবীজির উম্মত হিসেবে অবতীর্ণ হবেন। আয়াত দুটি হলো,

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَاۤ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ؕ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۸۱﴾ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۸۲﴾

---

[১] শুআবুল ঈমান, ইমাম বাইহাকি : ১৭৬; মুসনাদে আহমাদ : ১৪৬৩১; মুসনাদে আবু ইয়ালা : ২১৩৫; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ২৬৯৪৯; সুনানে দারেমি : ৪৪৭

'আর স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমত যা কিছু দিয়েছি; তারপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে যখন একজন রাসুল আসবে, তোমরা তখন অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এর ওপর কি তোমরা আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করলে? তারা বললো, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও রইলাম তোমাদের সাথে সাক্ষী। সুতরাং এরপর যারা মুখ ফেরাবে, তারাই তো ফাসেক।'

প্রিয় পাঠক! আয়াত দুটির গুরুত্ব সম্পর্কে হজরত কাজি আয়াজ মালেকি 'শিফা' নামক গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থে বলেছেন, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচিতি ও মর্যাদা বর্ণনায় এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণী অন্য কোনো আসমানি কিতাবে নেই, স্বয়ং কুরআনুল কারিমেরও অন্য কোথাও নেই। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. 'শিফা' সম্পর্কে বলেছেন, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে পৃথিবীর কোনো জাতি কোনো ভাষায় পদ্যে বা গদ্যে 'শিফা' থেকে উন্নত গ্রন্থ আজ পর্যন্ত রচনা করতে সক্ষম হয়নি।

নবীদের নিকট থেকে আলমে আরওয়াহে গৃহীত অঙ্গীকারের পর শেষনবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ও নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর সকল নবী-রাসুলের নবুওয়াত-রিসালাতসহ তাদের যাবতীয় কালেমা ও কিতাব রহিত হয়ে গেছে। তাই পবিত্র কুরআনুল কারিম অবতরণের পর তাওরাত, বাইবেল বা কোনো আসমানি কিতাবই মুসলমানের জন্য পাঠ করা উচিত নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা একমাত্র কুরআন সম্পর্কে হেফাজতের ও অবিকৃত থাকার নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন, 'এই নসিহতসমৃদ্ধ আল-কুরআন আমিই নাজিল করেছি, আমিই তার হেফাজতকারী।' মহান আল্লাহ তায়ালা এই প্রতিশ্রুতি পূর্ববর্তী কোনো কিতাব সম্পর্কে দেননি।

৪. তাঁর রাসুলগণের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন

অর্থাৎ হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা যত নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে তাদের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তাঁরা আল্লাহর মনোনীত ঐশী বাণীপ্রাপ্ত নবী ও রাসুল। উল্লেখ্য, নতুন শরিয়ত ও নতুন আসমানি কিতাবপ্রাপ্ত বিশেষ নবীকে রাসুল বলা হয় এবং পূর্বের শরিয়ত ও পূর্বের কিতাব প্রচারকারী পয়গাম্বরদের নবী বলা হয়। নবুওয়াত আল্লাহপ্রদত্ত ঐশী শক্তিসম্পন্ন একটি বিশেষ পদমর্যাদার নাম, যা মানব-দানব কখনো সাধ্য ও সাধনা দিয়ে অর্জন করতে পারে না। তাঁদের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। তাদের শ্রেণিগত পদমর্যাদায় তারতম্যও ছিলো। তাদের মধ্যে হজরত নুহ আলাইহিস সালাম, হজরত ঈসা

আলাইহিস সালামসহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘উলুল আজম রাসুল’ বলা হয়। তাদের মধ্যে হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল রাসুলের সর্দার এবং সর্বশেষ নবী, যার পর নবুওয়াতপ্রাপ্তির মাধ্যমে আর কোনো নবীর আগমন কেয়ামত অবধি হবে না। কেয়ামতের পূর্বে একবার হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম শুধু তাঁর উম্মত হিসেবে আসমান থেকে অবতীর্ণ হবেন।

৫. আখেরাত বা কেয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

মহাপ্রলয়ের দিন আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্যসহ সকল সৃষ্ট বস্তু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কোনো প্রাণী আর প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকবে না, এ হবে ইসরাফিল আলাইহিস সালামের প্রথম ফুৎকারের প্রতিক্রিয়া। তাঁর দ্বিতীয় ফুৎকারে সকল মৃত মানব-দানব এমনকি জন্তুসহ আপন মৃত্যুস্থান থেকে উলঙ্গ অবস্থায় উত্থিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। শুধু মানব-দানব নয়; বরং সকল জীব-জন্তুর মধ্যেও বিচার অনুষ্ঠিত হবে। মানব-দানবের বিচার হবে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, আল্লাহর ব্যাপারে কী ন্যায়-অন্যায় করা হয়েছে? পরস্পর অর্থাৎ যেকোনো মাখলুকের ব্যাপারে কী আচরণ করা হয়েছে, সবকিছুর তিলে তিলে হিসাব নেওয়া হবে। মানব-দানব ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণীকে তাদের স্রষ্টার ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু তাদের পরস্পর সংঘটিত অন্যায় আচরণের সাজা ভোগ করতে হবে। হাদিস শরিফে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামত দিবসে তোমাদের অবশ্যই প্রাপকের হক আদায় করতে হবে। এমনকি শিং-বিহীন ছাগলের বিপরীতে শিং-বিশিষ্ট ছাগল থেকে (যদি জুলুম করে থাকে) বদলা নেওয়া হবে।[১]

প্রাণিকুলের বিচার অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি আদেশ হবে, তোমরা এখন মাটি হয়ে যাও। তখন পাপিষ্ঠ কাফেররা আক্ষেপের সাথে বলতে থাকবে, আফসোস! (আমাদেরও যদি এখানে বিচারের সমাপ্তি ঘটত) যদি মাটি হয়ে যেতাম! অতঃপর মানব-দানব পুলসিরাত পার হয়ে নেককর্মের ভিত্তিতে জান্নাতি হবে, অপকর্মের (গুনাহের) কারণে জাহান্নামি হবে। সে ভয়াবহ বিচার দিবসে আল্লাহ তাঁর যাবতীয় হক নিজের ইচ্ছাধীন রাখলেও বান্দাদের পরস্পর হকের ব্যাপারে বিচার ছাড়া ক্ষমা করবেন না। সে ভয়াবহ বিচারের কারণে বড় বড় ইবাদতগুজার নিদারুনভাবে দেউলিয়ায় পরিণত হবে।

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো দেউলিয়া কে? সাহাবায়ে কেরাম উত্তরে বললেন, আমাদের মধ্যে দেউলিয়া ওই ব্যক্তি, যার না আছে কোনো পয়সাকড়ি, না আছে কোনো আসবাবপত্র। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[১] মুসলিম শরিফ, মিশকাত।